দৈনিক ইনকিলাব

40

25 APR 1996

তারিখ ... 5 APR 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ইসলামী ভার্সিটিতে সহিংস ঘটনা বৃদ্ধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বিবদমান ছাত্র সংগঠনসমূহ কর্তৃক অহরহ 'আচরণবিধি' লংঘন, কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সহলভ্যতার কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনা বাড়িতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও হল প্রভোষ্টসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলিতে দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ায় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ উঠিতেছে।

(৮ম পৃঃ দ্রঃ))

ইসলামী ভার্সিটি

(৩য় পৃঃ পর)

অত্র এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের সহজলভ্যতাও বড় ধরনের সংঘর্ষের জন্ম দিতেছে। শুধু ছাত্র হত্যাই নয় অভিভাবক নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটিয়াছে এই ক্যাম্পাসে।

ইর্সলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পর গত চার বছরে অন্তত ২০ টিরও বেশী সহিংস ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাতে ১ জন ছাত্র ও ১ জন ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর অভিভাবক নিহত হইয়াছে। আহত হইয়াছে চার শতাধিক। পঙ্গুত্বের অভিশাপ বরণ করিয়াছে প্রায় ১০ জন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রশিবিরের সহিত ছাত্র দলের এবং ছাত্রদলের সহিত ছাত্রলীগের (শা-পা) সংঘর্ষ বাধে। ছাত্র-শিক্ষক সংঘর্ষ হয় ১ বার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজী, টেণ্ডারবাক্স ছিনতাই, শিক্ষক নিয়োগে দলীয় চাপ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘর্ষ করে।

এযাবৎ সংঘটিত সহিংস ঘটনার ব্যাপারে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও শৈল, কুপা থানায় আশিটিরও বেশী মামলা উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে খারিজ হইয়া গিয়াছে। মামুন নামের একজন ছাত্র হত্যার আসামীরা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। আলী আজম নামের অভিভাবক হত্যা মামলার তদন্ত চলিতেছে। পুলিশ এযাবৎ তিনবার হল তল্লাশি চালাইয়া সামান্য কিছু অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২০ মে হইতে এবছরের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত টানা ৯ মাস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় একাডেমিক কার্যক্রমে যে গতি সঞ্চার হইয়াছিল অধিকাংশ শিক্ষকদের কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাহা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগের প্রথম বর্ষে দুইটি কোন কোন বিভাগে তিনটি করিয়া ব্যাচ অবস্থান করিতেছে। সেশনজট রহিয়াছে দেড় হইতে দুই বছর।

ছাত্রলীগ (শা-পা) জাতীয় ছাত্র সমাজ ও ছাত্র শিবিরসহ অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন প্রশাসনিক পদে দলীয় নিয়োগ বন্ধ করিয়া সেশনজট মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী অব্যাহত রাখিয়াছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির নয়া কমিটি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ইবিসাস) নির্বাচনে ইউএনবি প্রতিনিধি হোসেন আল আমিন সভাপতি ও তরিকুল ইসলাম মুকুল (দৈনিক সংগ্রাম) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অপর নেতৃবৃন্দ হইতেছেন সহ-সভাপতি মইনউদ্দিন (সকালের খবর), অফিস সম্পাদক আসাদুল ইসলাম (অবজারভার), কোষাধ্যক্ষ শরীফ আহমেদ মিজান (আল-আমিন) এবং প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ (দৈনিক পূর্বঞ্চল)। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদে শামীনুর রহমান (ইনকিলাব), হোসেন আল মামুন (ইত্তেফাক), ইকবাল হুসাইন (সমাচার), মোঃ আবুল কালাম আজাদ (দৈনিক বাংলা) ও হাফিজুর রহমান (নিউ নেশন) নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক গোলাম সাকলায়েন।